দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 30 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ...20... কলাম ...6...

কক্সবাজারে এ্যানিমেল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

একটি এ্যানিমেল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া

(৪ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

মুদ্রণ শিল্পনগরীসহ

(২০-এর পৃষ্ঠার পর)

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত ও একাডেমিক সুবিধা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প অনুমোদন দিতে গিয়ে তিনি অনুশাসন দিয়েছেন যে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও জলাশয়ের ব্যবস্থা অবশ্যই থাকতে হবে। এসব বিষয় নিশ্চিত করেছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিং করেন পরিকল্পনা মন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা সচিব তারিকুল-উল ইসলাম, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য (সিনিয়র সচিব) ড. শামসুল আলম। পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব কানিজ ফাতেমা, আইএমইডির সচিব ফরিদ উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী এবং পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যরা।

ব্রিফিং এ পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেন, এখন সময় বাংলাদেশের। এই সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। এর মধ্যে কোন বাতুলতা বা মিথ্যা নেই। এখন আমরা ইউরোপ থেকেও প্রশংসা পাচ্ছি। ফরচুন ম্যাগাজিনের জরিপে বিশ্বের ৫০ জন রাষ্ট্র নায়কের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দশম স্থান অধিকার করায় একনেকের পক্ষ থেকে তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। তিনি জানান, বিদ্যুত ব্যবস্থাপনায় স্ক্যাডা একটি অত্যাধুনিক সিস্টেম যার মাধ্যমে দূর নিয়ন্ত্রণ কক্ষ হতে বিদ্যুত সরবরাহ নিয়ন্ত্রক করাসহ দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিদ্যুতের সকল প্যামিটার যেমন-ভোল্টেজ, কারেন্ট, ফ্রিকুয়েন্সি, পাওয়ার ফ্যাক্টরসহ কিলোওয়াট ও কিলোভার পর্যবেক্ষণ করা যায়। উপকেন্দ্র হতে রিপোর্ট টার্মিনাল ইউনিট বা গেটওয়ের মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক স্ক্যাডা নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সার্ভারে সংরক্ষিত হয়। এ সকল তথ্যাদিও পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও মানসম্মত বিদ্যুত গ্রাহক আঙ্গিনায় পৌঁছানো যায়। মন্ত্রী আরও বলেন, আমরা ২০২১ সালের মধ্যে আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে অন্তত ২ হাজার মিলিয়ন ডলার আয় করতে চাই।

অনুমোদিত প্রকল্পগুলো হচ্ছে, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এ্যানিমাল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের ২য় ক্যাম্পাস স্থাপন প্রকল্প, এটি বাস্তবায়নে ব্যয় ধরা হয়েছে ২৩৮ কোটি ৮৭ লাখ টাকা। নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত ও একাডেমিক সুবিধা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, এর ব্যয় ধরা হয়েছে ২৩৮ কোটি ৪৮ লাখ টাকা। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের খাদ্য ও বিকিরণ জীব বিজ্ঞান সুবিধাদিও আধুনিকীকরণ প্রকল্প, এর ব্যয় ৪৭ কোটি ৬৭ লাখ টাকা। ডেসকো এলাকায় সুপারভাইজরি কন্ট্রোল ও ডাটা এ্যাকুইজিশন (স্ক্যাডা) সিস্টেম স্থাপন, এর ব্যয় ১৫২ কোটি ২০ লাখ টাকা।

বিসিক মুদ্রণ শিল্প নগরী স্থাপন প্রকল্প, এর ব্যয় ১৪০ কোটি ৪১ লাখ টাকা। কালিয়াকৈর হাইটেক পার্কের উন্নয়ন প্রকল্প, এর ব্যয় ৩৯৪ কোটি ১৫ লাখ টাকা। সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন, এর ব্যয় ১৪০ কোটি ৬৫ লাখ টাকা এবং রুমা-বগালেক-কেওক্রাডং সড়ক উন্নয়ন প্রথম পর্যায় নির্মাণ প্রকল্প, এর ব্যয় ৮৯ কোটি ৯৮ লাখ টাকা।

প্রকল্পের বিস্তারিত হচ্ছে, দেশে মোট পাঁচ হাজার ৫০০টি মুদ্রণ শিল্প আছে যার মধ্যে তিন হাজারটি ঢাকায় গড়ে উঠেছে। মোট পাঁচ হাজার ৫০০টি মুদ্রণ শিল্পের মধ্যে বড় এক হাজারটি, মাঝারি দুই হাজারটি এবং ক্ষুদ্র দুই হাজার ৫০০টি। এ সমস্ত মুদ্রণ শিল্প ঢাকার বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। প্রায় ৭০ শতাংশ মুদ্রণ শিল্প অপরিকল্পিতভাবে ঢাকায় গড়ে উঠেছে, যা পরিবেশ বিপর্যয় ও দূষণের সৃষ্টি করছে। মুদ্রণ শিল্পে যে পণ্য ও সেবা উৎপাদিত হয় তার বার্ষিক মূল্য প্রায় ১৫০ কোটি টাকা এবং এর মধ্যে রফতানি আয় ১৫০ কোটি টাকা।

এ শিল্পে প্রত্যক্ষভাবে এক দশমিক ৩০ লক্ষ এবং পরোক্ষভাবে দুই দশমিক ৭০ লক্ষসহ মোট প্রায় চার লাখ লোক নিয়োজিত। প্রস্তাবিত বিসিক মুদ্রণ মিল্প নগরীতে ৩৮৫টি প্লট স্থাপিত হবে। যাতে ৩৮০টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হবে। এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিটগুলোতে ১৫ হাজার ২০০ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে।